ইতিহাস ও সংস্কৃতি

তৃতীয় খণ্ড তৃতীয় ভাগ

ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক, লোকধর্ম ও সমকালীন ইতিহাস বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন

ISSN 2394-5737

9 772394 573002 Vol.III Part 3

তৃতীয় খণ্ড তৃতীয় ভাগ বর্ষ ২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র

স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে ইছামতী অববাহিকার জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি

সোহরাব মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, প্রভাত কুমার কলেজ, কন্টাই

সারসংক্ষেপ: মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম নদী ইছামতীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে গ্রামকেন্দ্রীক সভ্যতা। প্রধান শহর কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত ইছামতী অববাহিকায় খ্রিষ্টীয় ষষ্ট শতকের পর থেকে জনবসতি গড়ে উঠতে থেকে। কিন্তু অববাহিকায় স্বাধীনতা (১৯৪৭)পরবর্ত্তীকালেও বসতি গড়ে উঠেছে। অববাহিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই যে,একাধিক ধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এই অববাহিকায়। দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটি উন্নত মিশ্র সংস্কৃতি। যা স্বাধীনতা পরবর্ত্তী চার দশকে আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লৌকিক পূজা-পার্বণ, ঠাকুর-দেবতা, পীর-বন্দনা সবকিছুই ইছামতী অববাহিকার জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নদীপাড়ে যেমন আছে শ্মশান, মন্দির, পূর্ণস্থানঘাট, তেমনি আছে মসজিদ ও দরগা। নদী কথা শুধু ভূগোল বা ইতিহাস নয়, নদী লালন করে মানুষেরই কতকথা। বাংলা তো প্রবাদেই নদীমাতৃক।একাধিক জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সমাবেশ ঘটায়, ইছামতী আববাহিকার জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। পরাধীন ভারতের ন্যায় স্বাধীন ভারতেও ইছামতী অববাহিকায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্প্রীতি আজ ও বিশ্ববাসিকে হাতছানি দেয়।

সূচকশব্দ: ভাষানপালা, শরনার্থী, হাড়ি, লা-মোজাম, আনসারি-মোমিন, ধুনুচি-নাচ, ঈদগাহ, নীলপূজা, ঔরস, শির্নী, চন্ডাল।

মানব সভ্যতার শুরু গ্রাম থেকে। একদা জনজীবনে অভ্যস্ত মানুষ সংঘবদ্ধভাবে গ্রাম গড়ে তোলে। আর অবশ্যই প্রথম উন্নত গ্রাম বা সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে, তথা নদী অববাহিকা অঞ্চলে। একদা বাংলা তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ইছামতী নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছে মিশ্র জনগোষ্ঠী ও মিশ্র সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি থেকে বোঝা যায় বাঙালী সংস্কৃতির মূল স্রোত হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মীয় ভাবধারায় পুষ্ট। মধ্য-দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম নদী ইছামতী অববাহিকা অতি প্রাচীনকালে ছিল জলাপুর্ণ।[১] সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় ম্যাৎসায়নের যুগ শুরু হলে বহু মানুষ গৌড় বিমুখ হয়ে দক্ষিণপূর্ব মুখে অগ্রসর হয়। পাঠান যুগ, মুঘল যুগ, ব্রিটিশ যুগে, তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তীকালে ইছামতীর অববাহিকায় ঘটেছে শরণার্থীর সমাগম, তবে এত ভীন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের বসবাস সত্তেও তাদের মধ্যে ছিল জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতি-চেতনা সম্পন্ন মানুসিকতা। এই কারনে বৈচিত্র্যপূর্ণ ইছামতী অববাহিকা হয়ে উঠেছে রবিঠাকুরের দেওয়া 'মহামানবের সাগর তীর্থ'-র ক্ষুদ্র সংস্করণ।